দৈনিক বাংলা

.00 007

তারিখ ... ... 11.6.85 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

জাতীয় বেতন কমিশনঃ ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট

দেশের মুদ্রাস্ফীতি এবং বর্তমান দ্রব্যমূল্যের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিচারপতি জনাব শাহাবউদ্দীনকে সভাপতি করে ১৫ সদস্যের একটি জাতীয় বেতন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কমিশন আগামী ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে তাঁদের সুপারিশ পেশ করবেন।

কমিশন তাঁদের সুপারিশ প্রণয়নকালে ১৯৭২ এবং ১৯৭৬ সালে নিয়োজিত দুটি বেতন কমিশনের সুপারিশ ও তাদের বাস্তবায়নের বর্তমান অবস্থা ও অগ্রগতি বিবেচনা করবেন। বর্তমানে প্রচলিত মহার্ঘ ভাতা, রেশন, ক্ষতিপূরণ ভাতা ইত্যাদি সমন্বিত করে নূনতম মাসিক বেতন ৪০০ টাকা ভিত্তি করে কমিশনকে তাঁদের সুপারিশ রাখতে বলা হয়েছে।

কমিশনের দায়-দায়িত্ব হবে নিম্নরূপঃ

সরকার (প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যবৃন্দ বাদে কিন্তু প্রতিরক্ষা খাত হতে বেতন প্রাপ্ত বেসরকারী কর্মচারিগণসহ), স্বায়ত্তশাসিত/আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/ ব্যাংক ও অর্থলগ্নী প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মচারী/কর্মকর্তাদের (১৯৭৪ সালের এ্যাক্ট ১০-এ বর্ণিত শ্রমিক বহির্ভূত) বর্তমান বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা সমীক্ষা করে সরকারের আয়-ব্যয়ের ভারসাম্য এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনা করে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয় সম্বন্ধে সুপারিশ রাখবেনঃ (ক) কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের জন্য একটি যথোপযুক্ত বেতন কাঠামো। (খ) বেতন বহির্ভূত অন্যান্য সুবিধা যেমন বাড়িভাড়া, চিকিৎসা ভাতা/ব্যবস্থা, যাতায়াত ভাতা/ব্যবস্থা। (গ) দ্রব্যমূল্য পরিবর্তন বিবেচনা করে সময় সময় বেতন/ভাতা/অবসর ভাতা পুনঃনির্ধারণের যথোপযুক্ত নীতিমালা এবং (ঘ) সকল শ্রেণীর কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য যথোপযুক্ত অবসর ভাতা ও চাকরীরত থাকাকালীন মৃত্যুজনিত পারিবারিক ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা।

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ... 11.6.85 ... ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

জাতীয় বেতন কমিশন

(১ম পৃঃ পর)

উপরোল্লিখিত বিষয় সম্বন্ধে সুপারিশ প্রণয়নকালে কমিশন নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করবেনঃ (ক) অনূর্ধ্ব চার জনের একটি পরিবারের জীবনযাত্রার ব্যয়, (খ) কর্মচারী ও কর্মকর্তাগণের সন্তানদের শিক্ষা প্রদানের ব্যয়, (গ) সরকারের রাজস্ব সংস্থান, প্রশাসনিক ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা, উপরে বর্ণিত বিভিন্ন সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের আয় ব্যয়ের অবস্থা, দেশের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় বিনিয়োগের জন্য সম্পদ বৃদ্ধির ও ক্রমান্বয়ে স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা, (ঘ) প্রশাসন ব্যবস্থায় মেধাবী ও উচ্চমানের কর্মকর্তা আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা, (ঙ) প্রশাসন ব্যবস্থায়, বিশেষ করে উৎপাদনমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পেশাগত দিক হতে পারদর্শী ও উচ্চমানের কর্মকর্তা আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা, (চ) কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহ বজায় রাখার প্রয়োজনীয়তা এবং (ছ) বিভিন্ন প্রকার কারিগরি পেশায় দক্ষ ব্যক্তিদের সরবরাহ ও চাহিদা।

নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ও উৎপাদনমুখী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রায়াত্ত ব্যাংক ও অর্থলগ্নী সংস্থাসমূহে ভিন্নমুখী দায়িত্বের ভিত্তিতে পৃথক পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করে এ সম্বন্ধে কমিশন সুপারিশ পেশ করবেন।

বর্তমানে প্রচলিত রেশন ব্যবস্থা বিলুপ্ত হলে তার বিকল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিংবা বেতন কাঠামোতে পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কমিশন বিবেচনা করবেন।

বর্তমানে প্রচলিত চিত্ত-বিনোদনভাতা/উৎসব ভাতা/উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা সমীক্ষণ করে কমিশন একটি সমন্বিত ব্যবস্থা প্রবর্তন সম্বন্ধে সুপারিশ রাখবেন।

বাংলাদেশ বিমান ও শিপিং কর্পোরেশন বর্তমানে পৃথক বেতন ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত। সংস্থা দুটির কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রকার দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা, এরূপ কর্মকর্তার ও কর্মচারিগণের সরবরাহ/চাহিদা ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বিষয় সমীক্ষাও বিবেচনা করে কমিশন তাঁদের বেতন/ভাতা/সুবিধাদি সম্বন্ধে সুপারিশ রাখবেন।

বর্তমানে বাসস্থান ও বাড়িভাড়া সুবিধা সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা রয়েছে। অনুরূপভাবে কর্মচারি ও কর্মকর্তাগণের যাতয়াতের ব্যবস্থা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। ইহা সমীক্ষা করে কমিশন একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রবর্তন সম্বন্ধে সুপারিশ রাখবেন। এরূপ বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থার পরিবর্তন করে বেতনের সাথে বাসস্থান, যাতায়াত ও চিকিৎসা ভাতা/সুবিধা একত্রিত করে সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তার বেতন একটি সমন্বিত অংক হিসাবে প্রদান করার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে কমিশন বিবেচনা করে সুপারিশ পেশ করতে পারেন।

দায়িত্ব পালনের জন্য কামশন নিজস্ব কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করবেন এবং প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন সরকারী ও স্বায়ত্তশাসিত দফতর ও প্রতিষ্ঠান হতে তথ্যাদি চাইবেন। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থা সমূহ কমিশনকে সম্পূর্ণ তথ্যাদি ও নথিপত্র সরবরাহ করবেন এবং প্রয়োজনীয় অন্যান্য যেকোন প্রকার সাহায্য প্রদান করবেন। কমিশন যেকোন ব্যক্তি, পারদর্শী ও সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানকে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য সাক্ষাৎকারে আহবান করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারবেন।

কমিশনের সদস্যদের মধ্যে তিন জন সার্বক্ষণিক সদস্য হচ্ছেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য ডাঃ ওয়াহিদউদ্দীন আহমদ, অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব জমশেরউদ্দীন আহমদ এবং পরিকল্পনা কমিশনের প্রাক্তন সদস্য জনাব এম এ এইচ খন্দকার। কমিশনের দশজন খন্ডকালীন সদস্যের মধ্যে রয়েছেন সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব এ এফ এম এহসানুল কবীর, অবসরপ্রাপ্ত সচিব জনাব এম এ খালেক, শিল্প ও বাণিজ্য সমিতি ফেডারেশনের সভাপতি জনাব এ সাত্তার, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট জনাব কে কে হুদা, ঢাকা মেডিক্যাল কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর ডাঃ ইউসুফ আলী, পুবালী ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এ মতিন খান, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষাবিদ ও পরামর্শক জনাব গউসুল হোসেন, অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম সচিব কিংবা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের), শিল্প মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি (যুগ্ম-সচিব কিংবা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের) এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মঞ্জুরী কমিশনের (সদস্য পর্যায়ের) একজন প্রতিনিধি। কমিশনের সদস্য সচিব হচ্ছেন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের অর্থনৈতিক পরামর্শক ডাঃ এস এ সামাদ।